# আমার প্রভুর জন্য

প্রথম প্রকাশ

২৫ বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক

স্থনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কৃত্তিবাস প্রকাশনী

৩২।২ যোগীপাড়া রোড

কলকাতা ২৮

মুদ্রক

মন্মথনাথ পান

কে. এম. প্রেস

১।১ দীনবন্ধু লেন

কলকাতা ৬

বাঁধাই

ক্লাসিক বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

১।৫ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ শিল্পী

পূর্ণেন্দু পত্রী

## সূচী

আমার প্রভুর জন্য

## আমার প্রভুর জন্য

আমাকে আমার প্রভুর জন্য পবিত্র থাকতে দাও
সূর্যসংবেদনে বজ্রে
আমাকে উৎকীর্ণ কোরো না।

হে জ্ঞানী পিতৃকুল,
তোমাদের আভূমি প্রণাম
কন্যাকে ত্যাগ করো অন্ধকারে।
তোমাদের ঘৃণাঞ্জন আমার অঙ্গলেপ, বিস্মৃতি তমস্বান উত্তরীয়
ধিক্কারে রাত্রিস্তোম সংকলিত হোক।

সেখানে
আমার প্রভুর জন্য আমাকে পবিত্র থাকতে দাও।

## অচারতাথ

অবশেষে কটি দেবদূত
বিবিধ পোশাকে দৃশ্য হলে
যখন প্রত্যক্ষ করি
প্রত্যেক পোশাক ভুল
রঙচটা বাঁকাচোরা বেঢপ অশ্লীল,
পৃথিবী বিস্বাদ লাগে।

অথচ অথচ
অন্ধকার ঘরে
তিন লক্ষ পোশাকের নিবিড় জঙ্গলে
আজীবন দৌড় করি
শুদ্ধ উত্তরীয় খুঁজে
এক সাধ্য নেই।

কান্না লাগে দীন প্রার্থনায়—
নিবস্ত্র নিরস্ত্র করো
ব্যবহৃত উপবীত ম্লান অঙ্গাধার
বিনা প্রসাধনে এসো সাধনার ধন,
নগ্নকান্তি অলৌকিক
অনাবৃত করো এই বিরোচন চোখের সম্মুখে।

নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর
পলকে অদৃশ্য হয় অন্ধকার ঘরে
দৃষ্টি জুড়ে পড়ে থাকে ভুল পোশাকের স্তূপ
বাঁকাচোরা বেঢপ অশ্লীল।

## পালকে আমার

যে পালক ঝরে গেছে
সেগুলি কুড়িয়ে আর সাজতে বোলো না
পালকে আমার প্রাণ নেই।

দেখ নি মধ্যাহ্নের রঙ শাদা
এবাব আমার
একমাত্র ইন্দ্রমণিহার তুমি নাও
আমাকে গান্ধারে বাজাও
দোহাই তোমার।

নয় তো পেছনে হাঁটো, যদি চাও।
অন্ধ চোখ,
সর্বাঙ্গনয়ন মেলে পান করো রঙিন গেলাশ
বুকের ওপিঠে
এঁকে নাও আরক্তিম লসিতপ্রতিমা।

পালকে আমার প্রাণ নেই।

## সহচারিণী

কেন বসো সেতার বাজাতে, অনাবশ্যক
কিছু শব্দ ওঠে হাতে, স্বর পলাতক
উন্মাদ তবলার পাশে আড়ি দিয়ে ঝালা,
কান ফাটে, তারপর স্তাবকের পালা—
মূর্খ সব।

কেন কথা বলো এত মুখে হাতে পায়
ট্রামে বাসে এই ঘরে বাড়িতে রাস্তায়
দরজা বন্ধ করো জোরে, ঠোকাঠুকি শুনি
তৈজসপত্রে সারাদিন, ভেতরে কাঁপুনি
থামে না।

শাড়ি জামা চুল নখ অস্থিমজ্জাত্মক
তোমার শরীর ঘিরে আপাদমস্তক
সব শব্দে মাখা। তবু টিঁকে আছি, সোনা
তোমার সান্নিধ্যে, স্বাস্থ্যে ; অবাক মানো না ?

## পুরুষার্থ

বরং প্রেমকে ছাড়া যায়
লোকমান্যি ছাড়া অসম্ভব
শিষ্য যারা আছে চারপাশে
অত্যাজ্য তাহাদের স্তব।

বরং প্রেমকে ছাড়া যায়
প্রেম পুরাতন দুদিনেই
কিন্তু টাকা বিশেষ জরুরি
নিঃশ্বাসের বিকল্প তো নেই।

কর্তব্যাদি বৃথা কালক্ষেপ
সভামঞ্চে থাকে যেন ঠাট
ঘরের ভিতর শূন্য হোক
চাই শুধু অটুট কবাট।

অনুভবে কাজ নেই মোটে
আড্ডাটা রোজ যদি জোটে।

# মীরাদি

মীরাদি,
তুমি যদি সুন্দরী নও তো সে কে।
খাতা দেখছ বসে
শেষ বিকেলের রোদ দেয়ালে ছড়ানো
তোমার গালে গ্রীলের ছায়া পড়েছে
ইচ্ছে করছে
আমার হৃদয় বেটে মিশিয়ে দিই
ওই গালে
কপালে চিবুকে।

মীরাদি, তোমার
যেটুকু প্রকাশ্যে দেখি—
বিষাদের চন্দনে নিলীন,
আমাকে একান্তে বলো
অন্তরালে আরও কি সুগন্ধ আছে।
কার জন্য ব্রতবদ্ধ তুমি এতকাল
সে কি অন্ধ পাষাণপ্রতিমা,
বলো তার নামপরিচয়
পাথর ঝরাব আমি।
কিন্তু তারপর
তোমার চন্দন যদি ফুরায় মীরাদি—
ফুরাবেই,
তখন আমার দিন কাটিবে কী করে।

# তুমি কণ্ঠস্বর

এ আমার প্রত্যহের পথ
যাওয়া আসা প্রথামত আরম্ভ ও শেষ
ঠিকানা অটুট।
তবু একদিন পথে ঠিকানা হারাল।
অন্বেষণে সারাদিন শূন্য কেটে গেলে
মনে এল, বাস কণ্ডাক্টর
আপন খেয়ালে গাইছিল
রবি ঠাকুরের গান—
সেই ঝড়, হারাল ঠিকানা।

প্রতীক্ষা দুঃসহ তবু
ঘটবেই কিছু আজ জানি
ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল মুখ—সেই মুখ।
পুরু চশমার নিচে অপার্থিব চোখ
ওলটান চুল এলোমেলো
সুদীর্ঘ চিবুক শীর্ণ গাল
শক্ত দুই হাত
শক্ত হাত।

অজস্র আলাপ দ্বিধাহীন, কঠিন আবেগ
ছোট ছোট কাঁকরের মতো
অনিচ্ছায় চোখে জল আনে
শুধু
পাথরের ফাঁকে এক লাবণ্যের নদী
সেই গান।

পথে যেতে একবার দিয়েছিলে ডাক
জানি। শেষে ভুলে গেলে নাম, সে কি জানি।
নিঃশঙ্ক ডানায় উড়ে কাছে এসে দেখি
চলে গেছ, ধু-ধু অন্ধ পথ।

তারপর কতকাল—
সেই গান এতকাল পরে
কী সৌরভ হৃদয়ে ছড়াল
হৃদয়ে সৌরভ
এতদিন পরে এলে অবিরাম লাবণ্যের নদী
সন্ধ্যা ঘন, নম্র ঘাস, তুমি কণ্ঠস্বর।

## রবীন্দ্রনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতা

প্রত্যেক গাছের নিচে বিবর্ণ হলুদ
ঝরা পাতা। গুঁড়ি থেকে ছাল তুলে নিয়ে
বীভৎস দৃশ্যের চিত্রশালা হিংস্রসুখে
খুলে দিয়ে গেছে কটা নগ্ন নোংরা ছেলে,
অনাবৃষ্টি কতকাল—নিচে ঘাস নেই
শূন্য বন মৃত নদী আদগ্ধ আকাশ।

মাটি থেকে মাথা তোলে তথাপি অঙ্কুর
বিশ্বাস, প্রাচীন বৃষ্টি ভূমিভাগ্যে তার
নির্ধারিত আছে। এমন কী অস্তিমেও
জন্ম তার অনায়াসে ধন্য হতে পারে
দিব্য করুণার মত স্নেহে—অলৌকিক।

বঞ্চনার উর্ধ্বে বাঁচে প্রত্যয়ী অঙ্কুর।

## নায়িকা

তুমি গভীর জলের মাছ
পেটে আঁশ চিকচিক করে
নয় তো পিঠের দিক
কালো জলে একাকার।

মাঝে মাঝে জলের ওপরে
ঘাই দেখে অনুমান করি
তোমার প্রকৃত মূল্য
নয় তো বুঝবে সাধ্য কার।

কিন্তু গতকাল কেন
দেখলাম দীঘির ওপারে
কটা শাদা কালো আঁশ
মাটিরঙ শুকনো অসাড়।

## সহকর্মী বান্ধবীদের প্রতি

তোমাদের ছেড়ে এক নতুন জগতে এলাম।
সে জগত মৃত্তিকার, অভিজ্ঞতালভ্য তার স্বাদ
তার স্বাদ কিছু যেন মুচুকুন্দ ফুলের স্মারক।

অভিজ্ঞতা ব্যক্তিগত
এ রাজত্বে আমি রাজেশ্বরী
তোমাদের কোন অংশ নেই
অসপত্ন অধিকার
সে আমার একান্ত আমার,
সংবাদ প্রসাদে শুধু দাক্ষিণ্য দেখাতে পারি
ঐশ্বর্যের বিবরণে
ধন্য করে দিতে পারি তোমাদের প্রবঞ্চিত সুখ।
কী সুখ কী তীব্র সুখ
কী প্রবল গৌরব বহন
আতপ্ত নিদাঘে এই অতিতাপ দেহে।

তবু শোন জনান্তিকে
ওগো স্মৃতিসঞ্চারিণী বন্ধু
আমার পশ্চাৎপট নিষ্প্রভ অতীত,
দীপ্ত তীব্র মত্ত তপ্ত
সুখের জ্বালা থেকে
দূর থেকে কোনো ভ্রষ্ট উদ্‌বৃত্ত প্রহরে
যখন তাকাব আমি, তোমরা তখন
খররৌদ্র প্রচণ্ড আকাশে
একখণ্ড সজল মেঘের ছায়া
একখানি ছায়া-ফেলা কালো জলমেঘ।

## আমাকে আবৃত্ত করো

আমি মৃত্যুতে আছি
আমাকে ডাকো
আকাশে
ঐশ্বর্যে
জীবনে।
আমি গুহাহিত
আমাকে নাও
প্রান্তরে
প্রসারে
মোচনে।
আমি অন্ধ
আমাকে সূর্যসনাথ করো
আমি অচল
পবনপদবী দাও
অনন্বিত
আমাকে সমগ্রে রাখো।

প্রশ্ন ও পরিত্যাগ থেকে
আমাকে পরাবৃত্ত করো
উত্তরে অঙ্গীকারে
আমাকে আবৃত্ত করো
অঙ্গীকারে।

## হাত রাখো

অজ্ঞাতবাসে চলে যাও
আপন চেহারা আঁকো
শূন্যহাতে বাতাসের গায়ে
কান পাতো বুকে
( দরজা খোলা তো— )
শুদ্ধ করো অশুচি হৃদয়,
সেইখানে কোনো রাত্রি
পৃথিবীর পূর্ণগ্রাস হলে
বিস্মৃত সত্তার হাতে
হাত রাখো।

তারপর ফিরে এসো
কর্মে দাহে প্রেমে জনতায়
কলকাতায়।

## পাখি

হৃদয় নিয়ে গেল পাখি
তারপর মেঘনার ঝড়ে
নিরুদ্দেশ হল একদিন।

সেই থেকে আমি তন্দ্রাহীন
শ্রাবণে কী ফাল্গুন প্রহরে
জেগে থাকি নির্নিমেষ আঁখি।

হৃদয় কোথায় জানে পাখি
সে-ই জানে কোন্ বালিচরে
আমার হৃদয় সংজ্ঞাহীন।

শূন্য চোখে কাটে রাত্রিদিন
তার খোঁজ কেউ এ বন্দরে
বয়ে এনে দিতে পারে নাকি।

## স্বপ্নে রাখো

কে বন্ধ দরজায় টোকা দিলে
আমি স্বপ্নে আছি
আমাকে নিয়ো না বাইরে।
অজ্ঞান মূর্খতা স্বপ্ন
এই শীতে গায়ের চাদর
টেনে ফেলে দিতে চাও কেন।

অন্ধকারে ঘুমে
রাত্রিদিন পল্লব মর্মরে
স্পর্শ রূপ গন্ধ গানে
আবৃতশরীর আমি সুখী।
কেন ডাকো ঝড়ে
নিষ্ঠুর শিশিরে, জ্ঞানে।

আমি মূর্খ দুর্ললিত আফিমসেবক
কর্মহীন
দয়া করে স্বপ্নে রাখো
জাগতে দিয়ো না এই শীতে।

## এই নাম যদি বলো তার

আশ্চর্য তোমার প্রেম যদি তার এই নাম বলো
ছুঁয়ে গেলে চম্পক আঙুলে
শরীর কণ্টকে দোলে
যদি হাসো চোখে জ্বলে আলো।
চারুকণ্ঠে ভাসে যদি নাম
অঙ্গে বাজে কলতান আনন্দবীণার।

শীতাংশু শরীরে স্তব্ধ নন্দিত নিদাঘ
আশ্চর্য আশ্চর্য যদি
ছুঁয়ে গেলে পালক আঙুলে
সর্বাঙ্গে প্রদীপ জ্বলে
চন্দনে পাবকে দোলে প্রতীপ সংরাগ
আশ্চর্য তোমার প্রেম এই নাম যদি বলো তার।

## ব্যক্তিগত

চল্লিশটা মোমবাতি জ্বলবে
এই ঘরে সাতাশে ফাল্গুন।
বয়স বাড়ানো এত সোজা
চুলে চোখে নৃত্যপর আলোর পাখনা
টুপ টুপ ঝরে ঝরে যায়
শুধু ঘরে প্রতিদিন উর্বর আলোর বীজ জমে।

কে আমাকে ডেকে বলে, 'শোনো
শান্তির অমোঘ বিভা শ্বেত সৌম্যমুখে
নির্ভুল প্রশংসাপত্র বয়সের,
মনে যাই থাক্, ভদ্রভাবে বৃদ্ধ হতে হবে, না হলে ধিক্কার।'

কী যেন হারিয়ে যায়, কী যেন বলো তো
বেদনা তো যৌবনে কৈশোরে শৈশবেও ছিল
হারাল কী তবে
দুই দশকের এই রক্তিম উৎসবে, কোলাহলে—

সংরাগে কম্পিত রেখা গতিবৃত্তে প্রগাঢ় জটিল
সবুজ আলোর রঙ বিপ্রলব্ধ তবু ক্ষমাশীল
কোন্ কান্তি নিমগ্ন অস্তিত্ব থেকে অপসৃত হল অনায়াসে, কোন্ নামে।
লাবণ্য মদিরা রাগ রোমাঞ্চ কণ্টক
পূর্ণপাত্র নিবদ্ধ অটুট
নিটোল সম্পুট
তবু কান্তিহীন এই ঘর
সত্তার ঈশ্বর
দিনটাকে অদৃশ্য কাঁটার মতো চল্লিশের মর্মমূলে বিদ্ধ করে দিয়ে
চলে যায় আড়ালে আড়ালে।

## মলাটে আরেকটু রঙ দাও

মলাটে আরেকটু রঙ দাও
এ কি বিশ্বভারতীর বই
যে, ভেতরের নিঃশ্রেয়স
মলাটেও হেমাভা ছড়াবে।

বরং উল্টোটাই
কালো রক্ত শুষ্ক ত্বক গোপন বয়স
আঁটো ট্রাউজার কিংবা ছাপের শাড়িতে লুকোবে।

মলাটে আরেকটু রঙ দাও।

# কয়েকটি প্রকীর্ণ কবিতা

১

তুমি এলে বৃষ্টি নামে
বৃষ্টি নামে হৃদয়ে
রোমাঞ্চে আঙুল কাঁপে ঘাসের শিষের মতো
বন্ধ পত্রপুট গভীর প্রত্যয়ে খুলে যায়
তুমি এলে বৃষ্টি নামে
হৃদয়ে।

২

নন্দন চক্ষু যদি দিলে
কোন্ প্রাণে
এ যৌবনে
তাকে কেড়ে নিলে
কেড়ে নিলে, হে ঈশ্বর।

৩

বুকের মধ্যে ছিল এক অপাপবিদ্ধ
ছোট মেয়ে—আমার সম্পদ, একদিন
রোগে ধরল তাকে, বাঁচাতে আকাঙ্ক্ষার
অবধি ছিল না, কিন্তু বাঁচল না।
প্রাণে ধরে তাকে ফেলতে পারি নি
সেই অবধি বুকে বয়ে বেড়াচ্ছি তার
মৃতদেহ। তাই আমি অন্য কোন ভার
বইতে পারি না, তাই আমার বুকে
আর জায়গা নেই।

৪

পাতা দেখতে দেখতে তুমি অহংকারী হয়ে ওঠো।
ঝিনুকে তোমার লোভ
কামনা কল্পনাবৃক্ষে উর্ধ্বমুখ
অথচ এদিকে দেখি, সোনার সংসার
ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেসামাল
বুকে অপরাধ বয়ে যখন অপটু হাতে কুড়োতে যাও, ভাবি
অপার মমতা করব তোমাকে,
কিন্তু তুমি ছড়ানো বাসনের মধ্যখানে
পিতলের উজ্জ্বলতা দেখতে দেখতে
অসম্ভব অহংকারী হয়ে ওঠো।

৫

সমীরকে আমি দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবেছিলুম।
অথচ একদিন অবাক হয়ে দেখি
নিতান্ত বালক ও,
বেছে বুনতে এখনও শেখেনি
একরাশ জঞ্জালের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে—
কনফিউজড্।
সমীর এখনও ন্যায়তঃ অবধ্য
আমি খড়্গ নামিয়ে রাখলুম
লজ্জায় স্নেহে।

## পদ্মা : ১

### হিমঘরের মাছ

একদিন রাতে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল।
তার সঙ্গে
গোয়ালন্দ ঢাকা মেল
তারপাশা খাল নৌকো
বিকেল বিকেল বাড়ি—
সব চুরি গেল।

তখন ভেবেছি বুঝি বাঁচব না
তারপর কতদিন ধরে
ধীরে ধীরে চুরি হল
স্বপ্ন স্মৃতি প্রাণ।

দিব্যি বেঁচে আছি।

## পদ্মা ঃ ২

পণ্যা নদী

একদিন রাতে
অসতর্ক ঘুমের আড়ালে
পদ্মানদী চুরি হয়ে গেল।
চারদিকে কত খোঁজাখুঁজি
মন্ত্রপড়া ঝাড়া পিঁড়িচালা।
ডাকাডাকি তর্জনগর্জন।
কিন্তু চোর অতি বুদ্ধিমান
রা'টি কাড়ে না।

স্বপ্ন দেখি রোজ, ফিরেছে সে
জেগে উঠে স্নেহে গলে মন।
তারপর একদিন দেখি
সগর্ব সজ্জিত প্রতিবেশী
সঙ্গে তার সলাজ প্রেয়সী
পণ্যা পদ্মানদী।

# জন্মান্তরে সঙ্গে দিয়ো

ঈশ্বরী কী করে হব, নগণ্য সঞ্চয়
এক কৌটো ক্ষমা শুধু জমা ছিল ঘরে
অথচ পৃথিবীটাকে ক্ষমা দিয়ে মুড়ে
তবে তাতে থাকা চলে। কিন্তু কোথায়
এত ক্ষমা বলো। কৌটো হয়ে গেছে খালি
কবে। কিছুকাল যা-ও কেটেছিল ধারে
ইদানীং সেটাও দুর্লভ। আমার ভাণ্ডারে
ক্ষুধার্ত সত্তার দীর্ঘ হিংস্র হাতগুলি
ঢাকব কোথায়। ওগো দেবী বসুন্ধরা
ক্ষমার প্রতিমা, বধির আতুর হোক
দেহ, অন্ধ করো, পঙ্গু করো, করো মূক
অভিশাপ রুদ্ধ হবে তবে। দৃষ্টিহারা
নগ্নসত্তা শেষদিন হীনপ্রাণ হলে
কেউ টেনে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে যাবে
আর সে মুহূর্ত থেকে দেবী তুমি হবে
অন্বর্থনাম্নী—শুধু এই দেহ কোলে
ধারণ করেছ বলে। প্রভূত বৈভব
জন্মান্তরে সঙ্গে দিয়ো, মহীয়সী হব।

# পুঁটিকে সাজে না

বিশ্বের সমস্যাপূরণের ভার
তোকে দেওয়া হয়নি, পুঁটি।
ভারতবর্ষ বোমা বানাবে কিনা
আমেরিকা ভিয়েতনাম ছাড়বে কবে
অটোমেশনের বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষর জরুরি—
এ সব ভাবনা তোর নয়।
বিকেলে গা ধুয়ে তুই খোঁপা বাঁধ
লক্ষ্মীবিলাস তেল দিয়ে,
মাসির দেওয়া পার্ল পাউডার
মুখে আলতো করে মাখ
কাগজ পোড়ানো ঝুরো টিপ পর কপালে
সন্ধ্যামালতীর থোকা গুঁজে দে খোঁপায়
বর্ষায় ঘন সবুজ শাড়ি
তোকে মানায় ভালো।

পুঁটি, তোর এ বয়সে
প্যাচামুখ সইতে পারি নে—
এ কি তোর বাড়াবাড়ি নয়
উল্‌ফ্-এর তুই কী বুঝিস
পিকিং পার্জ-এ তোর এসে যায় কী।
তুই তোর ঘর গুছিয়ে নে
প্রদীপের সলতে পাকা
মনে রাখিস পুঁটি
এই তোকে ছেলে মানুষ করতে হবে
ধিঙিপনা তোকে কি সাজে, ছি।

## ফেরো ঘরে

কী করে বন্ধুকে পাবে
হে প্রিয়দর্শিনী
কলস্বনা মঞ্জুপ্রবাদিনী।

জন্মপ্রজ্ঞ কোন্ তপস্বীকে
সম্প্রদান করেছ হৃদয়
চেনো না চেনো না তাকে
সুন্দর সহজ পোশাকে
বিত্তারতি সে নিষ্ঠুর প্রাণ।
ঐশ্বর্যের পশরা সাজাও
খুঁজে খুঁজে মরো
সে তখন নক্ষত্র আকাশে
নিষ্প্রত্যূহ ভাসে
অথবা সমুদ্রতীরে মুছে ফেলে দিন।

ঘরে ফেরো
দরজা বন্ধ করে দাও
খোঁজো তাকে
কান পাতো তোমার হৃদয়ে
সতর্ক সজাগ থাকো
গুপ্ত পদধ্বনি
কোলাহলে না হারায়।

দয়া করো, বোলো না বোলো না
অতিরিক্ত কোন কথা
উচ্চারণ কোরো না কখনও—

সে কেন আসে না, কেন তবে
ঘরে থাকা
বেঁধে রাখা
মিথ্যা আশা, ছল প্রতিশ্রুতি।

কথা শোনো, ফেরো ঘরে
এসো স্তব্ধ হও
ধ্যানে আনো কেন্দ্রে টানো
কেন্দ্রে টানো প্রাণ
লগ্ন হও লুপ্ত হও
আপন হৃদয়ে
অনুভব অঙ্গীকার করো।

জনশূন্য অতিস্তব্ধ রাতে
অথবা আলোয়
তোমার বন্ধুকে পাবে।

# অনিষ্ট

আমার ঘর নিরন্তর দগ্ধ হয় বিষে
কাম্য যদিচ শান্তি, তথাপি আপোশে
তা কি মেলে,
ধরা যাক মেনেছি আপোশ
একান্ত নিষ্ঠায় যত্নে অতি সন্তর্পণে
বৈজ্ঞানিক নৈপুণ্যের উষ্ণ আবরণে
অবশেষে সেই শিল্প তৈরি হল
যার নাম প্রেম
ওতপ্রোত রাত্রিদিন
দেহে নীড়ে সংসারে বিস্তারে
লক্ষ কোটি অহংকার শিকড় ছড়ায়
অনুকম্পাহীন।

তারপর মেলে নাকি সেই নির্বাসনা
ঈশ্বরের কৃপণ করুণা।
অরণ্যে প্রান্তরে ঘরে আকাশে তারায়
বসন্তে সংরাগে স্বপ্নে পূজা প্রত্যাশায়
ছায়া ফেলে যেই অন্ধকার
সে কি শান্তি, শান্তি অন্ধকার—
অসহায় অসহায়
ত্রিকালজ্ঞ হৃদয় আমার।

## শবরী

তুমি বলেছিলে, ডাক দেব আসবে তো চলে
—আসব না? তা না হলে কেন আছি বেঁচে—
বলেছিলে, যদি দেরি হয়, তা হলেও তুমি
কথা দাও সুরঙ্গমা—আমার দুহাতে
ঢাকলে নিজের মুখ, আমার হৃদয়
অজস্র বৃষ্টির মতো ছড়াল শরীরে।

তারপর কতরাত্রি ভোর হল, কত দিন
সজাগ শ্রবণে বসে আছি নয়নে প্রদীপ
জ্বেলে। ডাক দেবে, চোখে ছিল নির্ভুল শপথ
তথাপি তোমার কণ্ঠস্বর হয় নি কি চেনা।
ভাদ্রের নীল মেঘে চৈত্রের বাসনাবাতাসে
কৃষ্ণচূড়ার রঙে শিশিরে পল্লবে, বৈশাখের
বিদগ্ধ বিকেলে, কোন্ গানে কোন্ সমুদ্রের
অবগাঢ় দিগন্তপ্রভায় অথবা শালের
বনে, অপার্থিব কোন্ সুরে সেই কণ্ঠস্বর
ডাক দেবে সুরঙ্গমা নামে, তার প্রতীক্ষায়
একাকার রাত্রি আর দিন। ডেকেছ কী নামে
আমারি হয় নি চিনে নেয়া—অথবা অথবা
কাঁপে বুক—বিকল্প ভাবনা যদি সত্যিই নামে
ঘটনায়। আশঙ্কায় নীল রক্তিম প্রহর,
দিন রাত্রি যুগান্তর প্রতীক্ষা প্রদীপ হাতে
সুরঙ্গমা এই আমি বরংচ শবরী হব।

## গল্প

সুনন্দা আমাকে বলল,
কী অদ্ভুত ভাষা তোমার
আর কী আশ্চর্য চোখ—
তুমি ছোটগল্প লেখো না কেন।
অবাক হয়ে গেলাম ওর কথায়
তাই তো
পারি নাকি গল্প লিখতে
পরীক্ষা তো করি নি কখনও।
মুহূর্তে সংকল্প স্থির
একদিন লুকিয়ে গল্প লিখে দেখব
সত্যি কী দাঁড়ায়।
আর, কী আশ্চর্য—
শাদামাটা সুনন্দাকে
সে মুহূর্ত থেকে আমার ভালো লেগে গেল।

এত ঋজু প্রেমের লজিক,
সারাদিন অবাক হয়ে গেলাম আমি।

# কৈবল্য

আমার দুটোই চাই
দুধে ও তামাকে
যুগপৎ রুচিশীল আমি।

দেরি করে ঘুম ভাঙে, জানোই তো
চায়ের পেয়ালা ঠোঁটে নিয়ে
যেহেতু আমার পক্ষে
আলস্যের মেজাজ জরুরি।
দুপুরে যত না কাজ ঠাট তার চেয়ে কিছু বেশি
কিন্তু ক্ষতি কী,
বিকেলে আবার
ইন্‌স্টিট্যুট ঘুরে আসা চাই
সাংস্কৃতিক ধর্মসভা থাকে,
সন্ধ্যায় আসল পার্টি
স্বল্প আলো, আশ্চয পোশাক।

প্রেম বিয়ে সুখের সংসার আছে বটে
কিন্তু তাতে জেল্লা কই বলো,
রিসার্চটা শুরু করলে হয়,
কবিতা লেখার ফাঁকে
উপন্যাসও একখানা মাঝারি মাপের
কাটিয়ে এনেছি প্রায়, জানো।
রেডিয়োতে যারা গান গায়
কী যে গায়,
জর্জদাকে বলা আছে
গানের প্রোগ্রাম কিছু পাব শিগগির।

আমার তো মনে হয়
পলিটিকস্ নিয়ে লেখা সোজা
তুমি যদি গা করতে
নতুন কাগজে কিছু ফীচার লেখার কাজ
পারতে না বুঝি করে দিতে—

জানো তো, অল্পে সুখ নেই
একপথে হেঁটে কেউ বৈকুণ্ঠ পায় না এখন।
সব স্বাদ ভোগ করা চাই, সব গন্ধ
যে কোন প্রকারে
আত্মশ্লাঘা প্রথাসিদ্ধ আজ,
দুধ ও তামাক—
দুটোই আমার চাই, যেখানে যেমন।

## অঙ্গীকার করো অন্ধকার

কিছু শব্দ অতিকষ্টে শিখেছি শৈশবে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তারই নিপুণ বিন্যাস
করি, দাবি করি উচ্ছ্বসিত আহা—মরি।
কোন কথা চেতনার প্রতিনিধি নয়
আতুর অক্ষম মানুষের সব বর্ণমালা,
আকাঙ্ক্ষারা অন্ধকার নীরব গুহায়
মাথা কোটে, পর্বতের মূষিক প্রসব
দেখি দুই চোখে। শুনেছি অনেকবার
মানুষ যখন কথা বলতে পারে না,
সে চুপ করে থাকে। অথচ প্রত্যহ দেখি
জেগে ওঠে বর্ণহীন অসমর্থ হাতে
লক্ষকোটি স্বেদসিক্ত বাক্‌স্বাধীনতা।

সূর্যের সবুজ আলো শরীরে শুকোলে
অন্তরালে চলে গিয়ে অঙ্গীকার করো
অন্ধকার।

## তুমি ভাবো

তুমি ভাবো
আমি তোমার অনুগত
আজ্ঞাবহ দাস
জলের মতো দেখো
নানাপাত্রে রাখো
জালা কুঁজোয় গ্লাস ঘটিতে
এই আমাকে, আমায় নিয়ে
প্রভু তুমি কী প্রসন্ন
আত্মতুষ্ট প্রভু
ভাবো তোমার পদপ্রান্তে
সেবাধন্য দাস—
একচক্ষু সুখের পাখি
আমার মূর্খ প্রভু।

## পাঁচ ফুট নির্জনতা

আমি তাকে এখনও দেখি নি
স্টেটবাসে যে সমস্ত লোভী পুরুষেরা
ঝুঁকে পড়ে গায়ে আর মুখরা প্রৌঢ়ার
কটাক্ষ ও রসনার বাণে বিদ্ধ হয়
সে কি তারই মধ্যে ছিল।

হয় তো এমন হবে, নিরুপায় ভিড়ে
তারই বক্ষলগ্ন হয়ে গেছি স্টপ ছেড়ে
বহু দূর, আমি তাকে তবুও ছুঁইনি।

হতে পারে, একদিন ফোনে ডেকেছিল
ভুল নম্বর ভেবে বিমুখ হয়েছি
প্রাণ-বাঁশি কান পেতে শুনেও শুনি নি।

দেখা শোনা ছোঁয়া
দেখা শোনা ছোঁয়া নয়
অগোচরে প্রেম প্রেম নয়।
তথাপি হৃদয় জানে
জনতার মাঝখানে
পাঁচ ফুট নির্জনতা
খালি পড়ে আছে
তার খুব কাছে।

আমি তাকে এখনও দেখি নি।

## প্রত্যয়

এক বিরাট অস্তিত্বের কাছে
আমি সমর্পিত।
বন্ধ চোখ, সামর্থ্য নিঃশেষ
চারদিকে অসহায় অন্ধকার
তার মধ্যে মনে হয়
আমি কার ক্রোড়শায়ী
যার নির্দেশে অন্ধকারে অনেক পরিজনের নিঃশব্দসঞ্চার
আমারই শুশ্রূষার জন্য।

আমি যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি
শুধু তখনই
কে আমাকে
সমর্থ অবধায়কত্বে অনায়াসে গ্রহণ করেছে।

## অপেক্ষা

আমি রোজ অপেক্ষায় থাকি, রোজ ভাবি
আজ কিছু ঘটবে যা আমার জানা নয়
অথচ যা ঘটলে ভাল হয় যা আমার
নিরানব্বুইকে একশো করে দেবে, অথবা যা
তুলে নিলে একশো শুধু শূন্য হয়ে যায়

রোজ ভাবি, এতদিন যেভাবে গেল সে শুধু
অক্ষর পরিচয়, মূলপাঠ শুরু হবে এবার
এতদিন শুধু রঙ্গপূজা নান্দীপাঠ, শুধু বসে
সলতে পাকানো, শুধু খোসা খোলা
আসল এখনও বাকি

হৃদয়ের ভেতরে হৃদয় এযাবৎ দিনগুলি
নির্বিকার মুছে দিতে চায়, জঞ্জাল জমিয়ে
কী লাভ, ধুলোমুঠি সঞ্চয় কে চায়
কে চায় বিবর্ণ দিন, লাবণ্যের মূঢ় অপব্যয়
সোনারঙ ব্যাকুলতাগুলি বুকের ভেতরে
জমা আছে ; কারণ, আসল তো এই দিন নয়
আসল এখনও বাকি

# শর্ত যুদ্ধ

দরজা খোলা আছে
তোমরা এসো
আমি অস্ত্রহীন, একা
আমাকে যুদ্ধ দাও
তারপর কথা।
পরীক্ষা এড়িয়ে যাও কেন
বীরের মতো এসো
আমার তো তরোয়াল নেই
এবং বর্শা কি বন্দুক,
তোমরা সজ্জিত
কেন দ্বিধা করো।
আমার সজ্জা নেই
তবুও প্রস্তুত
এসো যুদ্ধ দাও।

শর্ত যুদ্ধ
যুদ্ধ শর্ত
এসো, যে কোন কেউ
সূর্য সাক্ষী, আমি অস্ত্রহীন
অথচ প্রস্তুত
এসো যুদ্ধ দাও—
তারপর কথা।

## মগ্ন করো নীল অন্ধকারে

কথা রাখো প্রসারিত হাতে
হৃদয় দুহাতে রাখো
আহত হৃদয়,
এতদিন সমুদ্রের ধারে
ঝিনুক তুলেছি শুধু,
এবার সময় হল
আমাকে সমুদ্রে নাও
মগ্ন করো নীল অন্ধকারে
মগ্ন করো
বিপুল আঁধারে।

## আহত অভিমান

অমোঘ শাস্তি দিলে
আমি চূর্ণ হয়ে চলেছি।
অপরাধীর সাজা হয় জানি
কিন্তু সে কি এমন।
তুমি তো জানো
আমার শাস্তি দ্বিগুণ
আর স্বকীয় দণ্ড অপ্রতিরোধ্য ও করাল।

যদি জানো
সংবৃত হলে না কেন
কেন একবিন্দু জল দিলে না মুমূর্ষুকে
বাঁচালে না তোমার প্রেম
আর আমার অভিমানকে।

## নম্র চন্দনের মতো

ভেবেছিলাম বলব, 'আমাকে ছুঁয়ো না অর্জুন,
ভীম আমাকে অশুচি করে দিয়েছে।'
বলতে গিয়ে হঠাৎ দেখলাম
তোমাকে একপাশ থেকে ভীমের মতো দেখায়
অন্যপাশে অর্জুন।

দেখা-মাত্র কোন্ গোপন উৎসের মুখ খুলে গেল
আমি নিরন্তর স্নানে নিষিক্ত হলাম
তোমার স্পর্শ তারপর
সৌরভের মতো বিকীর্ণ হল
ধূপের ধোঁয়ার মতো প্রদক্ষিণ করল
ঘিরে রইল নম্র চন্দনের মতো।

# অভিষেক

তোমাকে কি আমি চিনি। তুমি কি বহুযুগ আগে সেই রাজ্যের যুবরাজ ছিলে, যেখানে একদিন ভোরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হতেই সূর্যের রঙ পালটে গিয়েছিল। কিন্তু তারপর অকালে আকাশ কালো করে ঝড় উঠল, শকুনেরা ছেয়ে ফেলল রাজ্য, অপ্রস্তুত তুমি রাজ্য হারিয়ে বনবাসী হলে।

তারপর তোমাকে এই দেখলাম। কিন্তু এ কোন্ তুমি, সহস্র মানুষের দয়ার দানে ভিখারির মতো প্রাণধারণ করছ। কোথায় তোমার সেই দিব্যকান্তি, আবেগ-কম্পিত কেশর, নিটোল সামর্থ্যের লাবণ্য। কে তোমাকে দুহাতে মুচড়ে দিয়েছে, পিঠে কারা মেরেছে লাঠি, উঠে দাঁড়াতে পারছ না আহা, মেরুদণ্ড গিয়েছে ভেঙে। গালে ওই অজস্র কালশিটে কীসের, কাটা চিবুক, কপালের রাজদণ্ড চণ্ডাল-আক্রোশে খণ্ড খণ্ড করেছে কারা। দগ্ধ দেহ, মরুভূমিতে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিলে কি নিষ্ঠুর মধ্যাহ্নে, সব রস নিঙড়ে পান করেছে নাকি সেই ডাকিনীরা। তোমাকে চিনতে পারছি না, আমি আর্তনাদ করে উঠলাম, দরজা খোলো, দেখি তোমার মুখ।

তুমি অন্ধকারের পাতাল থেকে এক টুকরো আলোর মতো হাসলে। আমি হাত বাড়ালাম, তুমি পাশে এসে বিরাট দাঁড়ালে, তখন ভোর হল। প্রকাণ্ড মাঠের মধ্যে সূর্যের সামনে দাঁড়িয়ে আমি রাজাকে চিনলাম।